ঝুলে আছে ৭ সহস্রাধিক শিক্ষকের নিয়োগ

সারা দেশে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিরাজ করছে শিক্ষক সংকট। বিশেষ করে জেলা বা উপজেলা পর্যায়ের স্কুলগুলোতে তা চরম আকার ধারণ করেছে। ২০১৯ সালে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সংকট দূর করতে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় সাত সহস্রাধিক উত্তীর্ণ হলেও নানা জটিলতায় ঝুলে আছে তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া। নেয়া হচ্ছে না মৌখিক পরীক্ষা। ফলে চরম দুশ্চিন্তায় রয়েছেন এ নিয়োগপ্রার্থীরা।

জানা গেছে, ২০১৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ২০১৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর এ নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং ২০ নভেম্বর লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) জানিয়েছে, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্বশেষ শিক্ষক নিয়োগ হয়েছিল ২০১১ সালে।

এরপর থেকে বিসিএসের নন-ক্যাডার থেকে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছিল। তবে বিসিএস নন-ক্যাডার থেকে স্কুলগুলোর জন্য বিষয়ভিত্তিক পর্যাপ্ত শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছিল না। তাছাড়া, বিসিএসের নন-ক্যাডার থেকে যারা শিক্ষক পদে নিয়োগ পেয়ে আসেন, তাদের বেশিরভাগই পরে অন্য চাকরিতে চলে যান। এতে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক সংকট থেকেই যায়।

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগের প্রার্থীরা জানান, তারা ৭ হাজার ১৬১ জন লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও অনেকেই বিভিন্ন পদে এরই মধ্যে চাকরি পেয়ে গেছেন। কেউ কেউ ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে চলতি জুলাই পর্যন্ত পিএসসির অধীন অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির চাকরির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন বা অপেক্ষায় আছেন। এ সময়ের মধ্যে ৩৭তম বিসিএসের নন-ক্যাডার দ্বিতীয় শ্রেণিতে ১ হাজার ৩৬৫ জন নিয়োগ পেয়েছেন।

৩৮তম বিসিএসে ২ হাজার ২০৪ জন নিয়োগ পেয়েছেন। এ ছাড়াও ৪ জানুয়ারি ৪০তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এ নিয়োগ থেকে অপেক্ষমাণ তালিকা করার দাবি জানিয়েছেন

প্রার্থীরা। তারা জানান, যে শিক্ষক সংকট চলছে, তাতে শূন্য পদের অপেক্ষমাণ তালিকা করা জরুরি। সরকারি নিয়োগে অপেক্ষমাণ তালিকা থাকলে কোনো পদ শূন্য থাকবে না। প্রার্থীরা আরও জানান, ১ হাজার ৩৭৮টি পদের বিপরীতে তারা পাস করেছেন ৭ হাজার ১৬১ জন। পরে পদ বাড়িয়ে ১ হাজার ৯৯৯টি করা হয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) বরিশাল আঞ্চলিক পরিচালক অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, বরিশাল বিভাগের ২২টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট ভয়াবহ। স্থায়ী প্রধান শিক্ষক আছেন মাত্র দুটিতে। তিনি মাউশিকে পরিসংখ্যানে দেখিয়েছেন, স্কুলগুলোতে গড়ে ৩৮ ভাগ শিক্ষক নেই। তবে বরিশাল নগরীর দুটি স্কুল বাদ দিলে এ পার্সেন্টিজ দাঁড়াবে ৫০ শতাংশ।

তিনি জানান, চলতি সপ্তাহে মাউশির পরিচালককে (মাধ্যমিক) এ বিষয়ে লিখিত তথ্য দিয়েছেন। দীর্ঘদিন শিক্ষক নিয়োগ এবং পদোন্নতি বন্ধ থাকায় এ জট সৃষ্টি হয়েছে বলে প্রফেসর মোয়াজ্জেম হোসেন উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রত্যন্ত এলাকা বিশেষ করে ভোলার দৌলতখান, পিরোজপুরের কাউখালী এবং বরগুনার বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা খুবই খারাপ।

বরগুনা সরকারি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আজহারুল হক জানান, ৫২ জন শিক্ষক পদের বিপরীতে কর্মরত আছেন মাত্র ১৫ জন। মাত্র ১৫ জন শিক্ষক দুই শিফটে প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থীকে পাঠদান অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বরগুনা সরকারি বালক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাহমুদ চৌধুরী জানান, তার প্রতিষ্ঠানে ৫১ শিক্ষক পদের বিপরীতে আছে ২২ জন।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক বেলাল হোসেন বলেন, এ নিয়োগ কার্যক্রমটি পিএসসি নিয়ন্ত্রণ করে। তবে পরীক্ষা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার ফলও প্রকাশ করা হয়েছে। মৌখিকের জন্য ডাকা হবে এমন সময় করোনায় আসায় তা হয়নি। তবে খুব শিগগিরই তা অনুষ্ঠিত হবে। তবে এ বিষয়ে পিএসসি সচিব আছিয়া খাতুনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

সূত্র- যুগান্তর

[redacted]

[redacted]

বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান-কে কোথায় এগিয়ে, কোথায় পিছিয়ে?

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভাগ হয়েছিল ভারত-পাকিস্তান। সেই দেশভাগেরও ২৪ বছর পর ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। সেই দেশভাগের ৭ দশক পর এই তিনটি দেশ কেমন আছে? রাষ্ট্রীয়, অর্থনীতি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে কতটা সমৃদ্ধি অর্জন করেছে এই তিন দেশ?

সেই পরিসংখ্যান নিয়েই এবারের আয়োজন। এই পরিসংখ্যানে প্রমাণ হয়, পাকিস্তানের চেয়ে প্রায় সবক্ষেত্রেই এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। অনেক ক্ষেত্রে ভারতের থেকেও এগিয়ে। যদিও বাকি দুই দেশের চেয়ে অনেক পরে স্বাধীনতা পেয়েছে বাংলাদেশ।

মাথাপিছু জিডিপি: তিন দেশের মধ্যে মাথাপিছু জিডিপিতে শীর্ষে ভারত। তাদের জিপিপি ২১৬৯ ইউএস ডলার। এরপরই আছে বাংলাদেশ (১২৮৭.৮) এবং সবার শেষে পাকিস্তান (১১৮৫.৫)।

জিডিপি: এখানেও শীর্ষে আছে ভারত। তাদের জিডিপি ২.৯। এরপর আছে বাংলাদেশ (২০৯.৯৭) এবং পাকিস্তান (২৫৬.৭৩)।

গ্রস সেভিংস জিডিপি: এক্ষেত্রে শীর্ষ দেশটির নাম বাংলাদেশ (৩৩.৩%)। এরপর আছে ভারত (৩১.১%) এবং সবার শেষে পাকিস্তান (১৯.৩%)।

ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ : সহজে ব্যবসা করার পরিবেশ এবং সুবিধার দিকে দিয়ে এই তিন দেশের মধ্যে শীর্ষে আছে ভারত। ১০০ মার্কের মাঝে তারা পেয়েছে ৭১.১। এরপর আছে পাকিস্তান (৬১.০) এবং এক্ষেত্রে সবার পেছনে পড়ে গেছে বাংলাদেশ (৪৫.১)।

দারিদ্রসীমার নিচে থাকা নাগরিক: এক্ষেত্রে তিন দেশের পরিস্থিতিতে খুব একটা বড় পার্থক্য নেই। তিন দেশেই অসংখ্য মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করেন। যার মাঝে ভারতের ২১.৯%, বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের সমান ২৪.৩% মানুষ আছেন।

শিশুমৃত্যুর হার: এক্ষেত্রে বাকি দুই দেশের চেয়ে বাংলাদেশের অবস্থা অনেক ভালো। ভারতে যেখানে প্রতি ১০০০ জনে ২৯.৯ এবং

পাকিস্তানে ৫৭.২ জন শিশু মারা যায়, সেখানে বাংলাদেশ এই শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে এনেছে ২২.১ জনে।

শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ : ৫-১৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ শীর্ষে। রেটিং ৪.১। ভারতের ৫.৭ এবং খুব খারাপ অবস্থায় থাকা পাকিস্তানের রেটিং ৯.৭।

প্রাথমিক শিক্ষা: শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে রীতিমতো ছক্কা মেরে দিয়েছে বাংলাদেশ (১১৬.৫%)। এরপর আছে ভারত (১১২.৯%) এবং পাকিস্তান (৯৪.৩%)।

শিক্ষার হার: এক্ষেত্রে শীর্ষে আছে ভারত। সেখানে শিক্ষার হার ৭৪.৪%। সামান্য পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশের শিক্ষার ৭৩.৯%। সবার শেষে থাকা পাকিস্তানের শিক্ষার হার ৫৯.১৩%।

জন্মহার : এই তিনটি দেশই জনবহুল এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি। জন্মহার নিয়ন্ত্রণে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে বাংলাদেশ (২.০)। দ্বিতীয় স্থানে আছে ভারত (২.২) এবং তৃতীয় স্থানে পাকিস্তান (৩.৫)।

গড় আয়ু: এক্ষেত্রেও বাংলাদেশ শিরোপা অর্জন করেছে। এদেশের মানুষের গড় আয়ু ৭২.৩ বছর। ভারতে ৬৯.৪ এবং পাকিস্তানে ৬৭.১ বছর।

বায়ু দূষণ: বায়ু দূষণের সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা ভারতে (৯০.৯)। শীতের মৌসুমে দেশটির রাজধানীসহ বেশ কয়েকটি শহর ধোঁয়াশায় ঢেকে যায়। দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ (৬০.৯)। এই ক্ষেত্রে পাকিস্তানের অবস্থা বাকি দুই দেশের চেয়ে ভালো (৫৮.৩)।

বিদ্যুৎতায়ন: বেশি সংখ্যক মানুষকে বিদ্যুতের আওতায় নিয়ে আসায় সবচেয়ে এগিয়ে ভারত (৯৫.২%)। দ্বিতীয় স্থানে আছে বাংলাদেশ (৮৫.২) এবং সবার শেষে পাকিস্তান (৭১.১)।

সামরিক ব্যয় : শীর্ষে আছে বাংলাদেশ (১.৪%)। দ্বিতীয় স্থানে ভারত (২.৪%) এবং পাকিস্তান ৪.০%। সূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া

করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে এবার আশার কথা শোনালো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে নাকাল গোটা বিশ্ব। এই ভাইরাসের তাণ্ডবে ইতোমধ্যে বিধ্বস্ত বিশ্বের অধিকাংশ দেশ। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা আমেরিকা, ব্রাজিল, মেক্সিকো, ব্রিটেন, ইতালি, স্পেন ও ফ্রান্সের।

বিশ্বব্যাপী এখন পর্যন্ত (রবিবার সকাল সাড়ে ১০টা) করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ২ কোটি ১৬ লাখ ১৬ হাজার ৬২৮ জন। এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৭ লাখ ৬৮ হাজার ৯৮৪ জনের।

প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের তাণ্ডবে যখন ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়েছে গোটা বিশ্ব, তখন আশার কথা শোনালো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। অন্তত ৯টি ভ্যাকসিন অনুমোদনের দৌড়ে আছে বলে জানিয়েছে ডব্লিউএইচও।

এদিকে, রাশিয়ার প্রথম কোভিড ভ্যাকসিন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে সমালোচনা হলেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর প্রশংসা করেছেন। আর ভ্যাকসিন উৎপাদনে ব্রিটিশ ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান অ্যাস্ট্রা-জেনেকার সঙ্গে চুক্তি করেছে আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকো। প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে ভ্যাকসিন নেবে ইউরোপিয়ান কমিশনও। এছাড়া চীনের ভ্যাকসিনও রয়েছে সাফল্যের দোড়গোড়ায়।

করোনার টিকা নিয়ে শুরু থেকেই কাজ করছে চীন। দেশটির সিনোফার্মের ভ্যাকসিনের সাফল্য অনেক দূর এগিয়েছে। সম্প্রতি সৌদি আরবে তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল চালাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি।
আগস্টের শেষ সপ্তাহে রুশ ভ্যাকসিন দেশটির চিকিৎসক ও শিক্ষকদের প্রয়োগ করা হবে। তবে এ ভ্যাকসিন তড়িঘড়ি করে অনুমোদন দেয়ায় ৫২ শতাংশ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এটি নিতে প্রস্তুত নন বলে জানান। তিন হাজারেরও বেশি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের ওপর চালানো এক জরিপে শুক্রবার এ তথ্য উঠে এসেছে।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রেও এ ভ্যাকসিন নিয়ে জোর সমালোচনা চলছে। যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, রুশ ভ্যাকসিন নিয়ে

তার আশার কথা শোনান।

নভেম্বর বা ডিসেম্বরের আগে যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিনের অনুমোদন পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন দেশটির ন্যাশনাল ইন্সটিটিউটস অব হেলথের প্রধান ফ্রান্সিস কলিন্স।

ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান অ্যাস্ট্রা-জেনেকা অক্সফোর্ডের সম্ভাব্য কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকোয় উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়েছে, যা লাতিন আমেরিকার বেশিরভাগ দেশগুলোর জন্য ব্যবহৃত হবে।

এদিকে, ভ্যাকসিনের ১০ কোটি ডোজ পাওয়ার জন্য অ্যাস্ট্রা-জেনেকার সঙ্গে চুক্তি করেছে ব্রাজিল। প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে ৩০০ মিলিয়ন ডোজ ভ্যাকসিন নেবে ইউরোপিয়ান কমিশনও।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

আলমডাঙ্গায় যুবলীগের জাতীয় শোক দিবস পালন

আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর যুবলীগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু’র ৪৫ তম মৃত্যু বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়েছে। শোক দিবস উপলক্ষ্যে দিনের শুরুতেই জাতীয় ও কালো পতাকা উত্তোলন, জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, শহরের বিভিন্ন মোড়ে মাস্ক বিতরণ, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় উপজেলা যুবলীগের আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন সোনাহার মন্ডলেল সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা যুবলীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক জিল্লুর রহমান, কেন্দ্রীয় যুবলীগ নেতা মাসুদ মোস্তাফিজ, জেলা যুবলীগের সদস্য হাফিজুর রহমান হাকু, আজাদ, শুভ। উপজেলা যুবলীগের

সদস্য সিদ্দিকুর রহমানের পরিচালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন পৌর যুবলীগের আহ্বায়ক আশাদুল ইসলাম ডিটু, যুগ্ম-আহ্বায়ক জাহেদুল ইসলাম, মামুনুর রশিদ হাসান।

উপজেলা যুবলীগের সদস্য সাইফুল ইসলাম, মনিরুজ্জামান হিটু, সনি, চন্দন, জাহাঙ্গীর,পাপন, সাব্বির, হাসিব, রকি। পৌর যুবলীগের সদস্য সোহাগ, আনিছ, রায়হান, রনি ডাক্তার, রিপন, সাগর, পিয়াস, রুবেলসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের নেত্রবৃন্দ।

গাংনীর সাহারবাটি ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের উদ্যোগে শাহাদাত বার্ষিকী পালন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা সাহারবাটি ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের উদ্যোগে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার রুপকার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদত বার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যায় সাহারবাটি চারচারা বাজারে সাহারবাটি ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ দোয়া মাহফিল, আলোচনা সভা ও কাঙ্গালি ভোজ বিতরণ করেন।

ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সাহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান তৌহিদ মোরশেদ অতুল, থানা আওয়ামী লীগের ত্রাণ বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল গফুর, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ওমর আলী, কৃষকলীগের ওয়ার্ড কমিটির সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম।

ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক দারুল ইসলাম এর সার্বিক সহযোগিতায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তাওহীদুর রহমান মুক্তি,দানেছূর রহমান সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীবৃন্দ।

আলোচনা সভা দোয়া মোনাজাত ও শিশু কিশোর সহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে কাঙ্গালি ভোজ বিতরণ করা হয়।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ৪৫তম জাতীয় শোক দিবস পালন

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস মহান স্বাধীনতার স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আয়োজনে পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সকল শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠান করা হয়।

শনিবার ১৫ শে আগস্ট সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আ. লীগের দলীয় কার্যালয় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শফিক-উর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্ট।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সহিদুল হক, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজির আহমেদ, যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম বিশ্বাস আওয়ামী লীগ নেতা মখলেসুর রহমান রিপন, রবিউল হোসেন শুকলাল, আব্দুল কাদের বিশ্বাস, আব্দুল করিম, আলাউদ্দিন, লুৎফর রহমান, আমিনুল ইসলাম ফুরুই, ডা. রবিউল হক, নাসির উদ্দিন, শওকত আলী, লিয়াকত আলী, আব্দুস সবুর, সহিদুল ইসলাম,

মিন্টু বিশ্বাস, সিরাজুল ইসলাম, রবিউল ইসলাম, আব্দুস সালাম, ফকির

মোহাম্মদ শেখ, আশরাফ আলী, আলাল হোসেন, কিতাব আলী, সহিদুল হক, শ্রমিক নেতা জামাত আলী, দামুড়হুদা উপজেলা শ্রমিকলীগ যুগ্ম-আহবায়ক শওকত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজ কচি, সহ-সভাপতি আব্দুল মজিদ, যুগ্ম সম্পাদক শরিফ রতন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সাংবাদিক মেহেদী হাসান মিলন, দপ্তর সম্পাদক বখতিয়ার বকুল,

অর্থ বিষয়ক সম্পাদক শফিউদ্দিন বাবু, যুবলীগ নেতা আবু জাফর, ধর্ম বিযয়ক সম্পাদক বিল্লাল হোসেন,আক্তার, জাহাঙ্গীর, লিটন, ফারুক, বিল্লাল, রতন, তারিকুল, আলমগীর, সাজন, ফারুক, জিয়ার, ওমিদুল, মুকুল ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুজ্জামান রানা, সাধারণ সম্পাদক সানাউল কবির শিরিন, লিমন, সালাউদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রুইথনপুর যুব উন্নয়ন সংঘর উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবস পালন

গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ছয়টার সময়, চুয়াডাঙ্গা জেলার চিৎলা ইউনিয়নের রুইথনপুর গ্রামে, রুইথনপুর যুব উন্নয়ন সংঘর উদ্যোগে ‘সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়ার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক ও রুইথনপুর যুব উন্নয়ন সংঘর সভাপতি রবিউল ইসলাম মল্লিক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৌহিদুল ইসলাম , মল্লিক সদস্য ৩ নং ওয়ার্ড। উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক মিঠু মিয়া, সদস্য সজীব, সুইট ,রানা, নাহিদ, আনিছুর, ফয়সাল, রাজু, মিলন, রাশেদ, রকি প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানে আলোচনা শেষে মসজিদে মিলাদ মাহফিল ও দোয়ার

দামুড়হুদার বাঘাডাঙ্গার রাজকুমার নৌকা তৈরি করে স্বাবলম্বী

পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য বজায় রাখতে যুগ-যুগ ধরে নৌকা তৈরিতে কর্মব্যস্ত সময় পার করছেন দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের বাঘাডাঙ্গা গ্রামের মৃত টরেন মন্ডলের ছেলে রাজকুমার। নিজের কারখানায় দিন-রাত পরিশ্রম করে এ ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভাবে সচ্ছল হয়েছেন তিনি।

সরেজমিনে কার্পাসডাঙ্গা বাজারের কারখানায় দেখা যায় নৌকা তৈরির কারিগর রাজকুমার ব্যস্ত সময় পার করছেন। তিনি এ শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। মূলত তারা পেশা কাঠ মিস্ত্রি।

শুকনো মৌসুমের ৬ মাস তিনি বাজারে নিজের কারখানায় আসবাব পত্রসহ কাঠের জিনিষ নির্মাণে ব্যস্ত থাকেন। নৌকা তৈরীর কারিগর রাজকুমার জানান, বর্ষা মৌসুমে বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে আমি নৌকা তৈরি করি। দিন-রাত পরিশ্রম করে মৌসুমে ১৫ থেকে ২০ টা নৌকা তৈরি করি। আমি ৮ বছর বয়স থেকে আমার বাবার সাথে নৌকা তৈরির কাজ করতাম। আমার বাবার কাছেই এই কাজ শিখেছি। প্রায় ৪০ বছরের উপরে এই কাজে জড়িত।

একটা নৌকা তৈরি করে ৭ হাজার টাকা থেকে ৯ হাজার পর্যন্ত নিয়ে থাকি। এই কাজ করে মোটামুটিভাবে সংসারে সচ্ছলতা এসেছে। তিনি আরও জানান, বেসরকারী বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে গাছ ক্রয় করি। কিন্তু এনজিওর কিস্তি গুনতে হয় প্রতি সপ্তাহে। তাই সরকারি ও বেসরকারি ভাবে সুদমুক্ত ও সহজ শর্তে ঋণ পেলে এ শিল্পটিকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে।

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [